দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

028

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার

প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কম্পিউটার ব্যবহারের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই কম্পিউটার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৯ সনে আই, বি, এম ৩৭০-১১৫ (IBM 370-115) মেশিন দিয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) কম্পিউটার সেন্টার খোলা হয়। বলাবাহুল্য ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার কম্পিউটার একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কম্পিউটার যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারেঃ

(ক) গ্রামীণ তথ্য পদ্ধতি (Rural Information System), (খ) কম্পিউটারের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ পরিমাপ বা মজুত নিয়ন্ত্রণ যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প এবং মানব সম্পদ। (গ) নদীসমূহের প্রবাহ এবং ভূগর্ভস্থ পানির মডেলিং। (ঘ) অফিস অটোমেশন। (ঙ) আমদানী-রফতানী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোকে দেখা যায়, বাংলাদেশ কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়,

সরকারী-আধা সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাহিদা পূরণ করলেও বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। প্রয়োজনীয় অর্থ ও যন্ত্রপাতির অভাব ছাড়াও শিক্ষক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। যা এর স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটারের চাহিদা অনুযায়ী ম্যান পাওয়ার বা শ্রম শক্তি কম বিধায় উন্নত দেশগুলোতে এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদেরকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অল্প বেতনে শিক্ষক ধরে রাখা কষ্টকর।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সেন্টারে ১৯৮৫ সনে আরও একটি সিস্টেমের (IBM 4331-K02) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাইক্রোকম্পিউটার এবং হার্ডডিস্ক আছে। যে সমস্ত পরিচালনা পদ্ধতিতে এতে কাজ হয় তার মধ্যে POWER/VS, DOS/VS, ETSS11, DOS-VSE, POWER/VSE এবং VSE/ICCF, ফোরট্রান-৪ (FORTRAN-IV), কোবল (COBOL), এসেম্বলার (ASSEMBLER) প্রভৃতি সংকলিত করা যায়। পুরকৌশল ভবনের পঞ্চম তলায় প্রায় ১২০০০ বর্গফুট স্থান নিয়ে কম্পিউটার সেন্টারের অবস্থান। এই ক্ষুদ্র সেন্টারে ক্লাস চলাকালীন সময়ে স্নাতক, স্নাতোকত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এবং শিক্ষকদের কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়।

এর জন্য নতুন ভবন নির্মাণ অপরিহার্য। জায়গার স্বল্পতার কারণে শুধুমাত্র শিক্ষক এবং স্নাতোকত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা টার্মিনাল কক্ষ ব্যবহারের সুযোগ পায়। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা শুধুমাত্র ডাটা স্টেশন ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ কম্পিউটারের সমগ্র বিষয়টি তারা অবহিত হতে পারছে না।

১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নামে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। তড়িৎ কৌশল ভবনে এবার নতুন করে কয়েকটি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বাংলা শব্দ সমন্বয়ে কম্পিউটার তৈরীর উপর গবেষণা চালাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে স্কুল এবং কলেজগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে সীমিত সম্পদের মধ্যেও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ব্যবহার এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভ খোলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শে যাচ্ছে, দেশের পলিটেকনি ইনস্টিটিউটগুলো খুব শীঘ্রই মাইক কম্পিউটার পেতে যাচ্ছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউট সেন্টারের নিজস্ব লাইব্রেরীতে এবং জার্নাল-এর সংখ্যা কম ন কিন্তু তা শুধু রেফারেন্স লাইব্রে হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কোন ব লাইব্রেরীর বাইরে নিয়ে যেতে দেও হয় না। অন্যদিকে প্রতি বছ কম্পিউটার সম্পর্কিত নতুন বই এ জার্নাল প্রকাশিত হলেও কম্পিউটা সেন্টার লাইব্রেরীতে সাম্প্রতি প্রকাশনাগুলো দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি বিভা মাইক্রো কম্পিউটার স্থাপন করেছে কেমি কৌশল বিভাগে ৪টি এ ধরনে মেশিন আনা হয়েছে। সর্বোপ কম্পিউটারকে জনপ্রিয় করার জ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউট সেন্টার মাঝে মধ্যেই সেমিনা সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ক থাকে। এতদসত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রী পর্যাপ্তভাবে কম্পিউটার ব্যবহারে সুযোগ পাচ্ছে না। দেশের সামগ্রি উন্নয়নের কথা ভেবে সংশ্লি কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে আরও যত্নব ও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন ব আমরা মনে করি।

—মামুন আহমে